আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه'র

ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা

15 March 2026

(For Islamic Brothers)

২৬ভী শরীফের সুন্নাভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 3
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 4
আমীরে আহলে সুন্নাতের ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা 5
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 6
আলিমের ভালোবাসাই হলো দ্বীন..... 8
ধ্বংসের একটি কারণ..... 9
ওলামাদের ভালোবাসা..!! কল্যাণের নিদর্শন..!!..... 10
আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালোবাসা..... 11
আল্লাহ পাক আলিমদের ভালোবাসেন..... 12
ঈর্ষণীয় মানুষ..... 12
শারেহে বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা..... 14
পূর্বসূরীদের ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা 15
আমি নিজে উপস্থিত হয়ে যেতাম 16
মাহমুদ গযনভীর উপর দয়া হলো..... 18
সিরীয় আলিমের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ..... 20
আলিমের সমালোচনা থেকে বাঁচুন! 21
ওলামায়ে কেরামের দ্বারা দোয়া করাতেন..... 22
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী ফুল 24
ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা 24
ওলামাদের ভালোবাসা কীভাবে অর্জিত হবে? 25
আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনী সম্বলিত পুস্তিকাসমূহ..... 27

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنِّیْ رَاَیْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا وَرَاَیْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِی یَزْحَفُ عَلَی الصِّرَاطِ مَرَّةً وَیَجْثُوْ مَرَّةً فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَیَّ

فَاَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَاَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتّٰى جَاوَزَ- অনুবাদ: আমি গত রাতে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছি: আমার এক উম্মত পুলসিরাতের উপর কখনো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আবার কখনো হাঁটুর উপর ভর করে চলছিল। ইতিমধ্যে সেই দরূদ চলে এল, যা সে আমার উপর পড়েছিল; দরূদে পাক তার হাত ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল এমনকি সে পুলসিরাত পার হয়ে গেল। **(আল আহাদীসিত তাওয়াল লিত তাবারানি, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: দরূদে পাক তাকে পুলসিরাত পার করিয়ে জান্নাতে নিয়ে গেল। **(আত তায়সীর বিশরহে জামেয়ে সগীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه! তিনি ওলামায়ে কেরামকে খুবই ভালোবাসেন। ওলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর ভালোবাসার অবস্থা এমন যে, তিনি বলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তাঁদের ছাড়া আমরা কোনো কাজের নই। তাঁদের কদম মুবারকে পড়ে থাকব তবে اِنْ شَآءَ الله মুক্তির পথ বেরিয়ে আসবেই। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা: ৩২৪)** আরও বলেন: ওলামাদের আমাদের প্রয়োজন নেই, বরং আমাদেরই ওলামাদের প্রয়োজন। এমনকি নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে বলেন: ওলামাদের কদম থেকে সরে গেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা: ৩২৪)**

এর কারণ কী যে, তিনি ওলামায়ে কেরামকে এত বেশি ভালোবাসেন এবং তাঁদের ইজ্জত ও সম্মান করার এত বেশি হুকুম দেন..?? তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ✯ এই আলেমগণই হলেন আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর প্রকৃত ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত। প্রিয় আকা মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَ نْبِيَاء অর্থাৎ নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। **(ইবনে মাজাহ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ৪৯, হাদীস: ২২৩)** ✯ এই আলেমগণই মানুষকে দ্বীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। ✯ এই আলেমগণই মুসলমানদের আকিদা হেফাজতকারী। ✯ এই আলেমগণই সঠিক অর্থে আল্লাহ পাকের এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় করিয়ে দেন। ✯ এই আলেমগণই

সাহাবায়ে কিরামের আদব শেখান। ✯ এই আলেমগণই আহলে বাইতের ভালোবাসার শিক্ষা দেন। ✯ এই আলেমগণই শরয়ী মাসআলার সমাধান বের করেন। ✯ এই আলেমগণই পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মাসআলা জানান। ✯ এই আলেমগণই পবিত্র ও নাপাকির পার্থক্য বুঝান। ✯ এই আলেমগণই গোসল, কাফন ও দাফনের মাসআলা শেখান। ✯ মাদরাসা, জামিয়া ও মসজিদ পরিচালনাকারী আলেমগণই । এই কারণেই আমরা শুধু নিজেরাই ওলামায়ে কেরামের আদব ও সম্মান করার সৌভাগ্য অর্জন করি না বরং অন্যদেরও এর উৎসাহ প্রদান করি।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৪)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আমীরে আহলে সুন্নাতের কী শান.. আল্লাহ পাক তাঁর ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘকাল কায়েম রাখুক। আসুন তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুনি:

তাঁর শুভ জন্ম ২৬ রমযান ১৩৬৯ হিজরী মোতাবেক ১২ই জুলাই ১৯৫০ ইং রোজ বুধবার পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর করাচীতে হয়। ✯ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শৈশব থেকেই খুব সাদাসিধা মেজাজের অধিকারী; কাউকে মন্দ বলতেন না, ঝগড়াও করতেন না। ✯ দ্বীনি প্রবণতার কারণে যৌবনেই ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি ইলম অর্জনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে কিতাব পাঠ করা এবং ওলামায়ে কেরামের সাহচর্যে থাকা অবলম্বন করেছেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি টানা ২২ বছর মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মুফতি ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময়

সাহচর্যে উপস্থিত হতে থাকেন। ✯ মুফতি ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং বুখারী ব্যাখ্যাকারক মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে খেলাফত দান করেন। ✯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সূচনা করেন। যদিও তিনি আগেও নেকীর দাওয়াত দিতেন কিন্তু যখন দাওয়াতে ইসলামীর সূচনা হলো, সেই সময় থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু করেন। ✯ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই মাদানী উদ্দেশ্য আপন করে নিয়েছেন যে; “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” এরপর এই মাদানী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দিন বা রাত দেখেননি, অনবরত চেষ্টা করে গেছেন, করেই গেছেন। অবশেষে আল্লাহ পাকের দয়া, তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যানে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। ✯ তিনি দূর-দূরান্তের সফর করতেন। ✯ একদিনেই অনেক অনেক বয়ান করতেন। ✯ মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। ✯ লোকজনকে নেকীর দাওয়াত দিতেন। ✯ কোথাও কারো ইন্তিকাল হলে মুসলমানদের সমবেদনা, মনতুষ্টি এবং জনকল্যাণের প্রেরণায় নিজের হাতে মৃতকে গোসল দিতেন, কাফন পরাতেন, জানাযার নামায পড়াতেন। ✯ দুঃখ ও খুশির মুহূর্তে মুসলমানদের এমনভাবে সান্ত্বনা দিতেন যে, তাঁরাও নেকীর দাওয়াত প্রচার করার জন্য তাঁর সফরের সাথী হয়ে যেত।

তাঁর অনবরত প্রচেষ্টার ফলে ✯ যারা বেনামাযী ছিল তারা নামাযী হয়েছে বরং মসজিদের ইমাম হয়েছে। ✯ কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা লাজুক ও চরিত্রবান হয়েছে। ✯ মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া সন্তানরা আদবসম্পন্ন হয়েছে। ✯ চোর ও ডাকাতরা এসে তাওবা করেছে; চুরি ও ডাকাতি ছেড়ে সমাজের ভদ্র মানুষ হয়েছে। ✯ হিংসার আগুনে জ্বলা ব্যক্তিরা শোকরগুজার এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েছে। ✯ সিনেমা ও গানের ভক্তরা নাতে মুস্তফা পড়া ও শোনার পাগল হয়েছে। ✯ দুনিয়ার নোংরা গুনাহপূর্ণ প্রেমের মত্তরা প্রিয় মুস্তফা মাক্কী-মাদানী আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুলের দেওয়ানা হয়েছে। ✯ সম্পদ ও দৌলতের পেছনে ছুটা ব্যক্তিরা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়েছে। ✯ মদ্যপায়ীরা এসে তাওবা করে পবিত্র মানুষ হয়েছে। ✯ উদাসীনরা এসে ইবাদতগুজার হয়েছে। ✯ পথভ্রষ্টরা সঠিক পথ পেয়েছে। ✯ হাজার হাজার অমুসলিম ইসলামের নেয়ামত লাভ করেছে। এভাবে এক-দুই করে আসতে থাকল, নেকীর দাওয়াতের এই সফরে তাঁর সাথে যুক্ত হতে থাকল, কাফেলা বড় হতে থাকল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেকীর দাওয়াতের এই দ্বীনি বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে গেল।

আলিমের ভালোবাসাই হলো দ্বীন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, আমীরে আহলে সুন্নাত ওলামায়ে কেরামকে কতটা ভালোবাসেন; আমাদেরও উচিত যে, আমরা ওলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা, তাঁদের আদব ও সম্মান করা। কারণ তাঁদের এই ভালোবাসার কারণে বান্দা দ্বীনের কাছাকাছি চলে আসে। ওলামাদের ভালোবাসার কারণেই সে তাঁদের মজলিসগুলোতে

অংশগ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যার বরকত এভাবে প্রকাশ পায় যে, দ্বীনের বুঝ আসা শুরু হয় এবং বান্দা নেক নামাযী হয়ে যায়।

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: مَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِيْنٌ يُدَانُ بِهٖ অর্থাৎ আলিমের ভালোবাসাই হলো দ্বীন এবং এই ভালোবাসা বান্দাকে দ্বীনের কাছে নিয়ে আসে।

(আল জালিসুস সালেহ আল কাফি ওয়ালি আনিসুন নাসেহেশ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা: ৫৮৪)

ধ্বংসের একটি কারণ

হে ওলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা পোষণকারীরা..!! ওলামাদের ভালোবাসাতেই দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত। যদি আমরা তাঁদের ভালোবাসি, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকি তবে শয়তান ও তার চালবাজি থেকে সতর্ক থাকব। কিন্তু যদি আমরা ওলামাদের আঁচল ছেড়ে দিই তবে ধ্বংস হয়ে যাব এবং সেই ধ্বংসের ক্ষতি আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ভোগ করতে হবে।

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: ✯ হয় নিজে আলেম হও ✯ অথবা ছাত্র হও ✯ তাঁদের ভালোবাসা পোষণকারী হও ✯ অথবা তাঁদের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি হযরত আবু দারদার এই কথাটি বর্ণনা করেছেন তাঁকে) জিজ্ঞেস করা হলো যে, ধ্বংস হওয়া ব্যক্তি কে? তিনি বললেন; সে বিদআতী।

(আল মাদখল ইলা সুনানুল কুবরা লির বায়হাকী, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা: ৩৪৪-৩৪৫, হাদীস: ৩৮১)

জানা গেল! যে ওলামাদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে ভালোবাসা পোষণ করে না, সে বিদআতী। আর বিদআতী ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُفْتَرِیْنَ ﴿۱۵۲﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা গো-বৎসকে গ্রহণ করে বসেছে, অনতিবিলম্বে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে পার্থিব জীবনে; এবং আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: হযরত সুফিয়ান বিন উইয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি বিদআতীর জন্য। হযরত মালিক বিন আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রতিটি বিদআতী তার মাথার উপর থেকে লাঞ্ছনা পাবে, এরপর তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন।

(সীরাতুল জিনান, পারা ৯, সূরা আরাফ, ১৫২নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৪৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামাদের ভালোবাসা..!! কল্যাণের নিদর্শন..!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ওলামায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারে কী বা বলার আছে, তিনি বলেন: ✯ আলিমে দ্বীনের জন্য আমার অন্তরে ভালোবাসা ও মান-সম্মান রয়েছে ✯ আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে আমরা আলিম হই নয়তো তাঁদের ভালোবাসি। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা: ৩২৫)**

মনে রাখবেন! সুন্নী ওলামাদের ভালোবাসা মঙ্গল ও কল্যাণের নিদর্শন। হযরত ইমাম কুতাইবা বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اِذَا رَاَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَحْمَدَبْنَ حَنْبَلٍ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ। অর্থাৎ যখন তুমি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখো, যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ভালোবাসে, তবে জেনে রেখো সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ভুক্ত। **(আল জুরুহ ওয়াত তাদীল লিইবনে আবী হাতিম, ১/৩০৮)**

اَللّٰه! اَللّٰه! ওলামায়ে কেরামের কী শান যে, তাঁদের ভালোবেসে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হয়ে যায়। একজন নেক বান্দাকে তাঁর ইন্তেকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো: কোন কারণে? উত্তর দিলেন: হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালোবাসার কারণে। **(আল জুরুহ ওয়াত তাদীল লিইবনে আবী হাতিম, ১/৩০৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এমনিতে প্রত্যেক আশিকে রাসূল আলিমকে ভালোবাসেন কিন্তু আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা দেখার মতো। তিনি বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه শৈশব থেকেই আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচয় লাভ হয়েছিল। এরপর যতই

সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে যেতে থাকল। আমি নিঃসংকোচে বলছি যে, আল্লাহ পাকের পরিচয় প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হয়েছে; তবে আমার প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারণে নসীব হয়েছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১)**

আল্লাহ পাক আলিমদের ভালোবাসেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বরং প্রতিটি আশিকে রাসূল আলিমের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। আর কেন হবে না..!! যখন আল্লাহ পাক তাঁদের ভালোবাসেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে: আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, হে ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام)! اِنِّي عَلِيمٌ اُحِبُّ كُلَّ عَلِيمٍ ইলম (জ্ঞান) আমার গুণ এবং আমি প্রতিটি ইলমওয়ালকে ভালোবাসি।

(জামেয়ে বয়ানুল ইলম ও ফুদালা, ১/২০৯, হাদীস: ২৩৯)

ঈর্ষণীয় মানুষ

اَللّٰه! اَللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামায়ে কেরামের ভালোবাসারই বা কী শান..!! এটি সেই পবিত্র ভালোবাসা যা اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে। জ্বি হ্যাঁ! এটি সত্য কথা, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করল: مَتَى السَّاعَةُ؟ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিয়ামত কবে হবে? (নিশ্চয়ই আমাদের আকা ও মওলা মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের জ্ঞান রাখেন,

তিনি জানতেন কিয়ামত কখন হবে, তবেই তো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের নিদর্শনগুলো বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত কোন দিন হবে তাও ইরশাদ করেছেন, কোন তারিখে হবে তাও ইরশাদ করেছেন। হ্যাঁ! শুধু বছরটি বলেননি, কারণ বছর বলার অনুমতি ছিল না। যেমনটি সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন জিজ্ঞেস করলেন কিয়ামত কবে হবে? তখন) তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে ইরশাদ করলেন: وَمَاذَا اَعْدَدْتَ لَهَا؟ তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

(সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিশ্চয়ই নামাযও পড়তেন, তিলাওয়াতও করতেন, রোযাও রাখতেন, নেকীর উপর নেকী করতেন কিন্তু সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক ধরন দেখুন, তিনি কোনো নেকীর উপর ভরসা করেননি বরং বিনয়ের সাথে) আরয করলেন: لَا شَيْءَ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কোনো প্রস্তুতি নিতে পারিনি (নামায তো আছে, নেকী তো আছে কিন্তু সেগুলোর উপর ভরসা নেই; আল্লাহ পাক চাইলে কবুল করবেন, না চাইলে করবেন না) اِلَّا اَنِّیْ اُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ (তবে আমার কাছে একটি দৌলত আছে এবং কিয়ামতের জন্য আমার কাছে এটিই একমাত্র অবলম্বন আর তা হলো;) আমি আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালোবাসি।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি শুনে ইরশাদ করলেন: اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ অর্থাৎ তুমি যাকে ভালোবাসো, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। **(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, পৃষ্ঠা: ৯৩৪, হাদীস: ৩৬৮৮)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেল যে, দুনিয়ায় মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। এখন চিন্তা করুন! কত ভাগ্যবান তারা ✯ যারা ওলামাদের সরদার ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে ভালোবাসে ✯ যারা মুফতি ও মুত্তাকীদের সরদার শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে ভালোবাসে ✯ যারা আহলে সুন্নাতের মুকুটহীন সম্রাট ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে ভালোবাসে ✯ যারা সমস্ত আহলে সুন্নাতের ওলামাদের ভালোবাসে ✯ কাল কিয়ামতের দিন রাব্বুল আলামীন তাঁদের এই ওলামাদের সাথেই রাখবেন ✯ তাঁদের সাথেই হাশর হবে এবং ✯ আল্লাহ পাক চাইলে তাঁদের পেছন পেছন জান্নাতেও পৌঁছে যাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শারেহে বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত আহলে সুন্নাতের ওলামাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন, এই কারণে তিনি তাঁদের আদব ও সম্মানে কোনো ঘাটতি হতে দেন না।

যেমনটি একবার তিনি ফকিহে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর করাচীতে তাশরীফ আনার খবর পেলেন। যেহেতু তাঁর ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে তাই হযরত যেখানে অবস্থান করছিলেন তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে গেলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যতক্ষণ তিনি শারেহে বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন, দু-যানু হয়ে হাত বেঁধে আদবের সাথে বসে ছিলেন।

অতঃপর শারেহে বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ঘরে দিনের বেলা তাশরীফ আনলেন, তবে সেই দৃশ্যও দেখার মতো ছিল। তিনি এবং উপস্থিত ইসলামী ভাইয়েরা তাঁর কদম মুবারক চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করলেন। শারেহে বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর সাথে আসা আহলে সুন্নাতের ওলামাদের নিজের হাতে খাবার উপস্থাপন করলেন এবং যখন বিদায়ের সময় হলো তখন ওলামাদের সম্মানে খালি পায়ে ঘরের বাইরে তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে নিজে গেলেন।

(১১৬৩ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত, পৃষ্ঠা: ১৪-১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পূর্বসূরীদের ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা

হে আশিকানে আউলিয়া! ওলামায়ে কেরামের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের এই ভালোবাসা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অভ্যাসের হুবহু অনুরূপ। আল্লাহর ওলীদের শুরু থেকেই এটি স্বভাব ছিল যে, তাঁরা আলিমদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ✯ কোটি কোটি হানাফীদের মহান ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলম ও আলিমের প্রতি অনেক ভালোবাসা ছিল। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের উপার্জন থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রয়োজন মেটাতেন, তাঁদের ঘরের খরচ নিজে বহন করতেন, কোনো কোনো আলিমের মাঝে নগদ টাকা বিতরণ করতেন, যাতে তাঁরা নিজের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারেন। **(মানকিবে ইমামে আযম, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা: ২৬২)** ✯ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও আলিমদেরকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, আমি ব্যবসা শুধু এই জন্যই করি, যাতে এর

মাধ্যমে ওলামাদের খেদমত করতে পারি। একবার হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে ভালোবাসার সাথে বলেছিলেন: لَوْ لَاكَ وَاَصْحَابُكَ مَا تَّجَرْتُ। অর্থাৎ যদি আপনি এবং আপনার ছাত্ররা না হতেন তবে আমি কখনো ব্যবসা করতাম না। **(সাফহাতুস সুফুওয়া, ৪র্থ অংশ, ২/১২৬)** ✯ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলিমের জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ৪৬/৩২০)**

আল্লাহ পাক এই মহান ব্যক্তিদের উসিলায় আমাদেরও ওলামাদের ভালোবাসা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি নিজে উপস্থিত হয়ে যেতাম

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ওলামায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসার আরও একটি ঘটনা শুনুন! একবার সিন্ধু প্রদেশের ঠাট্টা শহরে আশিকানে রাসূলের একটি কাফেলা তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিল, যাতে দাওয়াতে ইসলামীর মারকাজি মজলিসে শূরার একজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। শূরার সদস্য সেখানে হযরত মাওলানা আবু সিরাজ তোফায়েল আহমদ ঠাট্টভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে ইজতিমার দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত কবুল করার পাশাপাশি ইজতিমায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা এবং কাফেলায় সফর ও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খতিব, মুফতি এবং শাইখুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর তালিবও হয়ে গেলেন।

যখন তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর সম্মানে তাঁর হাতও চুম্বন করলেন এবং বললেন: আমি তো নিজেই আপনার সাথে দেখা করার আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, আপনি আমাকে হুকুম করতেন আমি নিজেই আপনার বাসভবনে হাজির হয়ে যেতাম। **(১১৬৩ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত, পৃষ্ঠা: ১৫-১৬)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! কেমন বিনয়মাখা আন্দাজ..?? এর চেয়েও বড় কথা তাঁর বিনয়ের অবস্থা তো এমন যে, তিনি নিজের মুরিদ ওলামা ও মুফতিয়ানে কেরামেরও সম্মান করেন এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। মাদানী মুযাকারায় তাঁদের আসার তীব্র প্রতীক্ষা করেন, তাঁদের নিজের পাশে বসান, বিভিন্ন সময়ে তাঁদের থেকে মাদানী মুযাকারায় জিজ্ঞাসিত মাসআলার ব্যাখ্যা নেন; এমনকি একবার তো বরকত অর্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর ওলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম যারা আমীরে আহলে সুন্নাতেরই মুরিদ, তাঁদের বরকতের জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে তবে আল্লাহ পাকও তাকে উচ্চতা দান করেন। আমাদের আকা ও মাওলা, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য বলেছেন: مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ اللهُ অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চতা দান করেন।

(মু'জামু আওসাত, ৬/১৪৫. হাদীস ৮৩০৭)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে আল্লাহ পাক এমন উচ্চতা দান করেছেন যা দুনিয়া দেখেছে..!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাহমুদ গযনভীর উপর দয়া হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামাদের ভালোবাসা, তাঁদের প্রতি বিনয় প্রকাশ করা, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। কিতাবসমূহে লেখা রয়েছে: সুলতান মাহমুদ গযনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি নিজের যুগের অনেক বড় সুলতান এবং আশিকে রাসূল ছিলেন। তিনি ৩টি বিষয়ের হাকীকত জানার অন্বেষণে ছিলেন: (১) প্রথম বিষয়টি ছিল যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী: اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ (অর্থাৎ ওলামাগণ নবীদের ওয়ারিশ) দ্বারা কোন লোক উদ্দেশ্য? (২) দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল যে, আমার বাবার নাম কি সাবুকতিগীন-ই নাকি আমি অন্য কারো সন্তান? (৩) তৃতীয় বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমি কি ক্ষমাপ্রাপ্ত হব কিনা।

এক রাতে সুলতান মাহমুদ গযনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সৈন্যদল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, একজন খাদেম প্রদীপ নিয়ে সৈন্যদলের আগে হাঁটছিল।

আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখে এক ব্যক্তি কিতাব নিয়ে নিজের ঘর থেকে বাইরে এল এবং প্রদীপের আলোতে কিতাব পড়া শুরু করল। সুলতান মনে মনে ভাবলেন যে, সম্ভবত ইনি কোনো আলিম -দ্বীন। (সুলতানের মধ্যে এই গুণ ছিল যে, তিনি ইলম ও আলিমের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন, এই কারণে তিনি) তাঁর সম্মানে সৈন্যদল থামিয়ে দিলেন, যাতে তিনি নিশ্চিন্তে প্রদীপের আলোতে পাঠ শেষ করতে পারে। পাঠ শেষ হওয়ার পর যখন ঐ ব্যক্তি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন তখন সুলতান নিজের সৈন্যদল নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হলেন।

ঐ রাতেই ভাগ্যের নক্ষত্র জ্বলে উঠল। রাতে যখন শুলেন তখন নসীব জেগে উঠল; প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং কুরবান হোন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি মাত্র বাক্য ইরশাদ করলেন: হে নাসিরুদ্দীন সাবুকতিগীনের বেটা! আমার ওয়ারিশ (আলিমে দ্বীন) এর খেদমত করার কারণে আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(কালাদাতুন নাহার ফি ওয়াফিয়াতি আয়ানিদ তাহার, ৩/৩৫৮)**

سُبْحٰنَ الله! আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী শান..!! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের দয়ায় প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিতও আছেন, নিজের উম্মতের অবস্থা বরং মনের কল্পনা সম্পর্কেও অবগত। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটিও জানতেন যে, মাহমুদ গযনভী একজন আলিমে দ্বীনের খেদমত করেছে, তাঁর জন্য বিনয় অবলম্বন করেছে এবং এটিও জানতেন যে, মাহমুদ গযনভীর অন্তরে ৩টি বিষয় জানার অন্বেষা রয়েছে। যেমনটি একটি মুবারক বাক্যেই তিনটি বিষয়ের সমাধান করে দিলেন: (১) ইরশাদ করলেন: হে সাবুকতিগীনের বেটা! এতে সুলতান জেনে গেলেন যে, আমি সত্যিই সাবুকতিগীনের সন্তান। (২) এরপর ইরশাদ করলেন: তুমি আমার ওয়ারিশের খেদমত করেছ; এতে তিনি জেনে গেলেন যে, আশিকে রাসূল ওলামাগণ সত্যিই নবীদের ওয়ারিশ। (৩) এরপর ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন; এতে তিনি জেনে গেলেন যে, তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ পাক আমাদেরও আলিমের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার এবং তাঁদের সম্মান করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সিরীয় আলিমের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একবার সিরিয়া থেকে তাশরীফ আনা জামিয়া আল মাগরিবিয়া দামেস্কের পরিচালক এবং সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দীয়ার মহান বুযুর্গ পীরে তরিকত হযরত শায়খ রজব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমীরে আহলে সুন্নাতের বাসায় সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ আনলেন। তিনি যখনই এই খবর পেলেন তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় তলা থেকে খালি পায়ে নিচে তাশরীফ আনলেন এবং দরজায় গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত আদবের সাথে নিজের সাথে উপরে নিয়ে গেলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অবাক ছিল যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, লক্ষ লক্ষ মুরিদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যার পথে ভক্তি ও ভালোবাসা বিছিয়ে যায়, তিনি সিরিয়া থেকে আগত ওলামা ও মাশায়িখকে উঁচু জায়গায় বসালেন এবং নিজে বিনয় করে মাটিতে বসে পড়লেন। বসার ভঙ্গিও অত্যন্ত আদবপূর্ণ..!! দু-যানু হয়ে দৃষ্টি নিচু করে।

যখন এই মনিষী তাঁর এখান থেকে বিদায় হতে লাগলেন তখন অত্যন্ত ভালোবাসা প্রকাশ করে তিনি তাঁর সাথে মুসাফাহা করলেন, কোলাকুলি করলেন এবং তাঁকে উপহার প্রদান করলেন এবং খালি পায়ে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিতে তাশরীফ আনলেন।

(১১৬৩ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত, পৃষ্ঠা: ১২-১৩)

اَللّٰه! اَللّٰه! নিশ্চয়ই ওলামাদের গুরুত্ব তারাই করে যাদের আল্লাহ পাক সুস্থ বিবেক দান করেন। ✯ তাঁরা জানেন যে, আলিম এবং অজ্ঞ ব্যক্তি সমান হয় না। ✯ তাঁরা জানেন যে, আল্লাহ পাক ওলামাদের সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কত উচ্চ? এত উচ্চ

যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ওলামায়ে কেরাম সাধারণ মুমিনদের তুলনায় ৭০০ ধাপ উপরে হবেন এবং প্রতি দুই ধাপের মাঝখানে ৫০০ বছরের দূরত্ব থাকবে। **(আরশাদুস সারি, কিতাবুল ইলম, ১/২১১)** ✯ তাঁরা জানেন যে, এরাই সেই লোক যারা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে সম্যক অবগত। ✯ তাঁরা জানেন যে, এরাই আম্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রকৃত ওয়ারিশ। ✯ তাঁরা জানেন যে, আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব আবিদের উপর, ঠিক তেমনই যেমন চতুর্দশীর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নক্ষত্ররাজির উপর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলিমের সমালোচনা থেকে বাঁচুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত যে, ওলামায়ে কেরামের দরবারের আদব ও সম্মান করা, তাঁদের ভালোবাসি, তাঁদের সমালোচনা করা থেকে নিজেদের বাঁচানো। কারণ এই মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿۷۹﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ‘আল্লাহওয়ালা’ হয়ে যাও! এ কারণে যে, তোমরা কিতাব শিক্ষাদান করো এবং এ কারণে যে, তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআনে করীম শেখান এবং এর দরস দেন তারা রাব্বানী ওলামা। اَللهُ اَكْبَرُ ভেবে দেখুন তো যারা আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দা, যারা দ্বীনের ওয়ারিশ, তাঁদের ভালোবাসার

পরিবর্তে তাঁদের সমালোচনা করা, মানুষকে তাঁদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা এবং তাঁদের শানে বেয়াদবি করা কত বড় অপরাধ! আল্লাহ পাক আমাদের ওলামাদের ভালোবাসা নসীব করুক। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: ইলম অর্জন করো; যদি তোমরা তাতে অক্ষম হও তবে ইলমওয়ালাদের ভালোবাসো; যদি তাঁদের ভালোবাসতে না পারো তবে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা করো না।

(তাবকাতে কুবরা, ২/২৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামায়ে কেরামের দ্বারা দোয়া করাতেন

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি অত্যন্ত চমৎকার আচরণ এটিও যে, তিনি ওলামায়ে কেরামের ভালোবাসার কারণে যখন তাঁদের দরবারে হাজির হতেন তখন তাঁদের দিয়ে বিশেষভাবে দোয়া করাতেন। তিনি এক স্থানে বলেন: শত শত নয় বরং হাজার হাজার আলিমের দোয়া আমার সাথে আছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা:৩২৫)**

হযরত গাযালীয়ে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যতদিন জীবিত ছিলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যখনই মুলতান শরীফ তাশরীফ আনতেন তাঁর দরবারে অবশ্যই হাজিরা দিতেন এবং তাঁকে দিয়ে প্রচুর দোয়া করাতেন।

(১১৬৩ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত, পৃষ্ঠা: ১৭)

হে আশিকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই ছিল।

আবু দাউদ শরীফে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের কিছু বান্দা আছেন, তাঁরা নবীও নন, শহীদও নন (কিন্তু তাঁদের শান এমন যে,) কিয়ামতের দিন তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান দেখে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং শহীদগণও গর্বের নযরে দেখবেন। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তাঁরা কারা? ইরশাদ করলেন: এরা সেই সব লোক যাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই, পরস্পরের কোনো সম্পদের ব্যাপারেও নেই; এরা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পরের ভালোবাসা পোষণকারী। **(আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারা, ৩/৪০২, হাদীস: ৩৫২৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী, তাঁদের শান কী? আরও শুনুন! প্রিয় আকা মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাঁদের চেহারা নূর দ্বারা ঝলমল করবে, তাঁদের উপর নূর ছেয়ে থাকবে এবং তাঁরা ঐ সময় নির্ভয় থাকবে যখন মানুষ ভীত থাকবে এবং তাঁরা ঐ সময় চিন্তামুক্ত থাকবে যখন মানুষ চিন্তিত থাকবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারা, ৩/৪০২, হাদীস: ৩৫২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী ফুল

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ওলামায়ে কেরামের ভালোবাসা এবং সম্মান বৃদ্ধির উৎসাহমূলক মাদানী ফুল প্রদান করতে গিয়ে বলেন: ✯ আমি ওলামায়ে কেরামের তাসবিহ পড়তে থাকব, কারো ভালো লাগুক বা না লাগুক। ✯ আমার অসিয়ত ও নসিহত হলো; আলিমে দ্বীনের আঁচল ছেড়ো না, নতুবা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ✯ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত আমাদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবেন। ✯ আলিমকে বলুন যে, যখন কখনো আমাদের থেকে কোনো ভুল হয়ে যায় তবে কান ধরে আমাদের সংশোধন করে দেবেন। ✯ হে ওলামায়ে কেরাম! আমাদের আপনাদের কদম থেকে দূরে রাখবেন না! আমরা আপনাদের-ই। ✯ ওলামা ও মাশায়িখগণ সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন; তাঁরা অনুসরণীয়, তাঁদের কথার প্রভাব হয়। তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হলে তা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অনেক সাহায্যকারী হয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত, পৃষ্ঠা: ৩২৫-৩২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে কেমন ভালোবাসতেন। বিষয়টি এমন নয় যে, তাঁর এই ভালোবাসা একতরফা, বরং যেভাবে তিনি তাঁদের ভালোবাসেন, এই মহান ব্যক্তিবর্গও তাঁকে ভালোবাসেন। ✯ হযরত শারেহে বুখারী মুফতি শরীফুল হক আমজাদী সাহেব

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অত্যন্ত বিশুদ্ধ আকিদার সুন্নি, মাসলাকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কঠোর অনুসারী একজন মানুষ। ✯ হযরত রাইসুল তাহরীর আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন একবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচী তাশরীফ আনলেন তখন খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা হাজী উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَا لِي কে জিজ্ঞেস করলেন: বেটা! কী করো? আরয করলেন: জামিয়াতুল মদীনায় পড়ি। তিনি বললেন: বেটা! পড়ে নাও! প্রত্যেকের তোমার বাবার মতো 'ইলমে লাদুন্নী' নসীব হয় না। ✯ খলিফায়ে মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত মতিউর রহমান রযবী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَا لِي একবার নিজের বিনয়মাখা বাক্যে আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন: আমি গুনাহগার আর মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী সাহেব আপাদমস্তক নেককার। ✯ হযরত শামসুল হুদা মিসবাহী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَا لِي বলেন: যদি এটি বলা হয় তবে অত্যুক্তি হবে না যে, ফয়যানে রযার নামই হলো: আত্তার।

(আমীরে আহলে সুন্নাত ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে, পৃষ্ঠা: ৬-১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামাদের ভালোবাসা কীভাবে অর্জিত হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা এবং এই মহান ব্যক্তিদের আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসার কয়েকটি ঘটনা শুনলাম; আল্লাহ পাক আমাদেরও এই মুবারক ব্যক্তিদের সদকায় আলিমের ভালোবাসা নসীব করুক। আসুন!

আলিমের ভালোবাসা কীভাবে অর্জিক হবে, এ সম্পর্কে দু-একটি কথা আরয করছি:

খুব সহজ! ✯ যারা ওলামাদের ভালোবাসে তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন করুন! اِنْ شَآءَ الله ওলামাদের ভালোবাসা অর্জিত হবে। ✯ প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক মাদানী মুযকারা নিয়মিত দেখার ব্যবস্থা করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকারা চলাকালীন ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে কেরামকে নিজের সাথে বসান, যা দেখে দর্শকদের তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থানের অনুমান হয় এবং অন্তরে তাঁদের ভালোবাসা অর্জিত হয়। ✯ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব: "ইহইয়াউল উলুম" অনুবাদ, ১ম খণ্ড অধ্যয়ন করুন! ✯ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অত্যন্ত চমৎকার একটি পুস্তিকা রয়েছে: 'فَضْلُ الْعِلْمِ وَ الْعُلَمَا অর্থাৎ ইলম ও ওলামাদের ফয়যান' পড়ুন! ✯ মাকতাবাতুল মদীনার আরও একটি পুস্তিকা রয়েছে: "ইলম ও ওলামার শান" এটি পড়ুন! ✯ আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক চাইলে ওলামাদের ভালোবাসা ও শান ও মহিমা অন্তরে বসে যাবে।

আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনী সম্বলিত পুস্তিকাসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক জীবনী সম্বলিত দুটি অত্যন্ত চমৎকার পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (১) আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিচিতি (২) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত।

আপনারা এই উভয় পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনার যেকোনো শাখা থেকে মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারেন। নিজেও এই পুস্তিকাগুলো পাঠ করুন! অন্যদেরও এর উৎসাহ দিন! আল্লাহ পাক আমাদের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতসমূহ দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد